36627 - সাধারণ তাকবীর ও বিশেষ তাকবীর (ফযিলত, সময় ও পদ্ধতি)

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সাধারণ তাকবীর ও বিশেষ তাকবীর বলতে কী বুঝায়? এবং কখন শুরু হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক: তাকবীরের ফযিলত

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন মহান দিন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এ দিনগুলোকে দিয়ে শপথ করেছেন। কোন কিছুকে দিয়ে শপথ করা সে বিষয়ের গুরুত্ব ও মহান উপকারিতার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “শপথ ফজরের ও দশরাত্রির”। ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে যুবাইর (রাঃ) ও অন্যান্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম বলেন: এ দিনগুলো হচ্ছে- যিলহজ্জ মাসের দশদিন। ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন: “এটাই সঠিক”।[তাফসিরে ইবনে কাছির (৮/৪১৩)]

এ দিনগুলোর নেক আমল আল্লাহর কাছে প্রিয়। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “অন্য যে কোন সময়ের নেক আমলের চেয়ে এ দশদিনের নেক আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তারা (সাহাবীরা) বলেন: আল্লাহর পথে জিহাদও নয়?! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহর পথে জিহাদও নয়; তবে কোন লোক যদি তার জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং কোন কিছু নিয়ে ফেরত না আসে সেটা ভিন্ন কথা।”[সহিহ বুখারী (৯৬৯) ও সুনানে তিরমিযি (৭৫৭); হাদিসের এ ভাষ্যটি তিরমিযির, আলবানী ‘সহিহুত তিরমিযি’ গ্রন্থে (৬০৫) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

এ দিনগুলোর নেক আমলের মধ্যে রয়েছে- তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) উচ্চারণ করে আল্লাহর যিকির করা। দলিল হচ্ছে নিম্নরূপ:

১। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে। এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে পারে”[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] ‘নির্দিষ্ট দিনগুলো’ হচ্ছে- যিলহজ্জের দশদিন।

২। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর...”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] এগুলো হচ্ছে- তাশরিকের দিন।

৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: ‘‘তাশরকিরে দনিগুলো হচ্ছ- পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দনি’’[সহহি মুসলমি (১১৪১)]

দুই: তাকবীর দয়োর পদ্ধত

আলমেগণ তাকবীর দয়োর পদ্ধত নিয়ে কয়কেটি মত পশে করছেনে:

১. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার..ওয়া লল্লািহলি হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনে উপাস্য নইে..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

২. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার..ওয়া লল্লািহলি হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনে উপাস্য নইে..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

৩. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. ওয়া লল্লািহলি হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনে উপাস্য নইে..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে তাকবীর দয়োর সুনর্দিষ্টি কোনে ভাষা বর্ণতি হয়নি তাই এ ক্ষত্রেে প্রশস্ততা রয়ছে।ে

তনি: তাকবীর দয়োর সময়

তাকবীর দুই প্রকার:

১। সাধারণ তাকবীর: যে তাকবীর কোনে সময়রে সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ তাকবীর সবসময় দয়ো সুন্নত: সকাল-সন্ধ্যায়, প্রত্যকে নামাযরে আগে ও পর,ে সর্বাবস্থায়।

২। বশিষে তাকবীর: যে তাকবীর নামাযরে পররে সময়রে সাথে সম্পৃক্ত।

সাধারণ তাকবীর যলিহজ্জ মাসরে দশদনি ও তাশরকিরে দনিগুলোর যে কোনে সময় উচ্চারণ করা সুন্নত। এ তাকবীররে সময়কাল শুরু হয় যলিহজ্জ মাসরে প্রথম থকেে (অর্থাৎ যলিক্বদ মাসরে সর্বশষে দনিরে সূর্যাস্তরে পর থকে)ে তাশরকিরে সর্বশষে দনিরে শষে মুহূর্ত পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৩ ই যলিহজ্জরে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত)।

আর বশিষে তাকবীর দয়ো শুরু হয় আরাফার দনিরে ফজর থকেে তাশরকিরে সর্বশষে দনিরে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত (এর সাথে সাধারণ তাকবীর তো থাকবহৈ)। ফরয নামাযরে সালাম ফরোনোর পর তনিবার ‘আস্তাগফরিুল্লাহ’ পড়বে, এরপর ‘আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মনিকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালাল িওয়াল ইকরাম’ বলব,ে এরপর তাকবীর দবি।ে

তাকবীরর সেময়কালরে এ বধিান যনি হাজী নন তার জন্য প্রযোজ্য। আর হাজীসাহবে কোরবানীর দনি যোহররে সময় থকেে বশিষে তাকবীর শুরু করবনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।

দখেুন মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৩/১৭) ও বনি উছাইমীনরে ‘আল-শারহুল মুমত’ি (৫/২২০-২২৪)